ARTICLE19

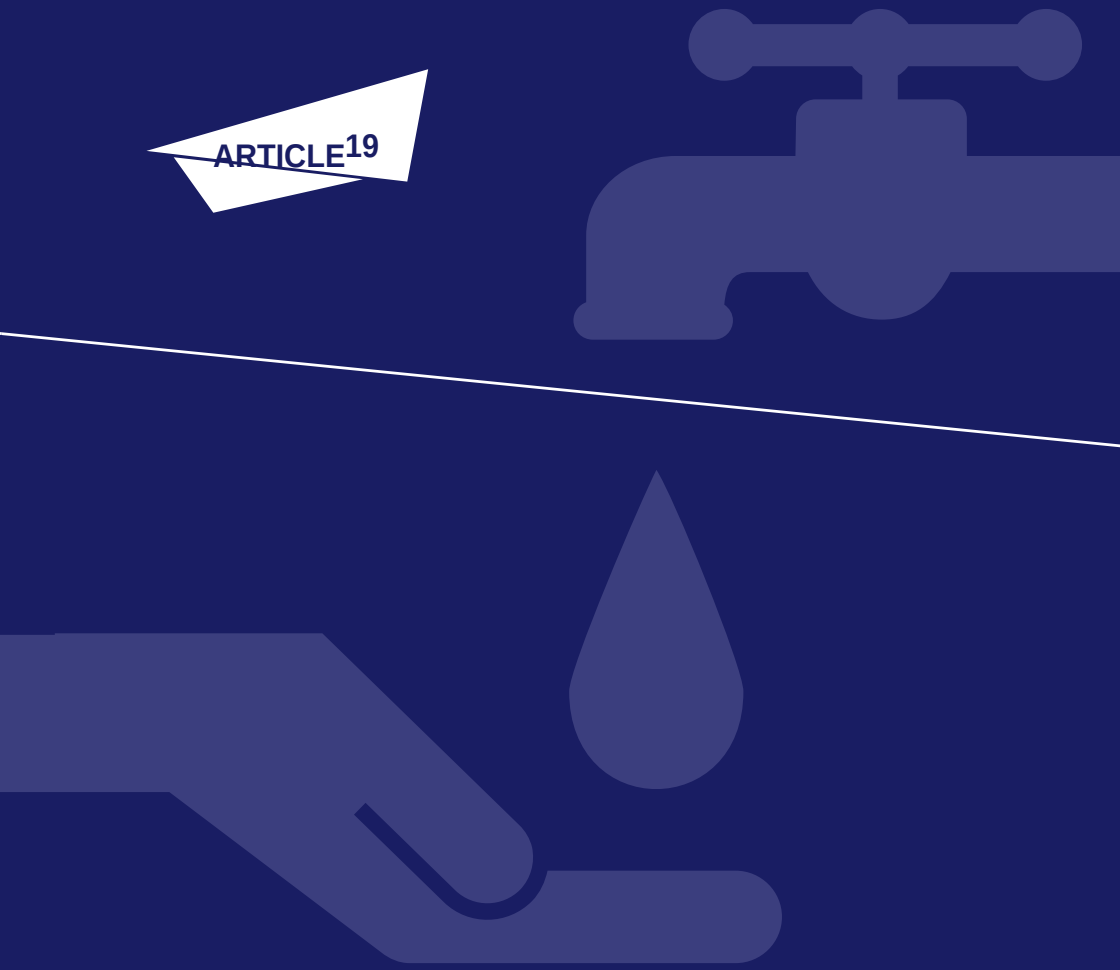

মুক্তচিন্তার নীতিমালা:

মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার

২০১৪

ARTICLE 19
302 Shyamoli (2nd Floor) Mirpur Road, Dhaka-1207 Bangladesh
Tel : 88-02-9129370, E-mail : tahmina@article19.org
Web : www.article19.org

ISBN: 978-1-906586-81-2

© ARTICLE 19, 2014

আর্টিকেল ১৯ সংগঠন ও ব্যক্তিদেরকে মুক্তচিন্তার নীতিমালাগুলোকে অনুমোদন করতে উৎসাহিত করে।

এছাড়াও এই নীতিমালাগুলো কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে আমরা উৎসাহ দিয়ে থাকি। অনুগ্রহ করে legal@article19.org ইমেইল ঠিকানায় আপনার নাম, সংগঠন ও মন্তব্যসহ আপনার মতামত বা সমর্থন জানান।

ক্রিয়েটিভ কমনস এট্রিবিউশন-নন-কমার্শিয়াল-শেয়ার এলাইক ২.৫ লাইসেন্সের অধীনে এটি প্রদান করা হয়েছে।

আপনি এটি স্বাধীনভাবে কপি করতে, বিতরণ ও প্রদর্শন করতে এবং এটি পরিমার্জন করতে পারেন, যদি আপনি:

১. সূত্র হিসেবে আর্টিকেল ১৯-এর উল্লেখ করেন;
২. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার না করেন;
৩. এই প্রকাশনা থেকে তৈরি করা কোনো কাজকে এই লাইসেন্সের মত অনুরূপ লাইসেন্সের অধীনে বিতরণ করেন।

এই লাইসেন্সের পূর্ণাঙ্গ আইনী বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/legalcode.

এই ডকুমেন্ট থেকে তথ্য ব্যবহার করে কোনো কিছু লেখা হলে তার কপি আর্টিকেল ১৯-কে পাঠানো হলে আর্টিকেল ১৯ আনন্দিত হবে।

এই ডকুমেন্টের জন্য সম্পূর্ণ তহবিল প্রদান করেছে সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, সিডা। এখানে প্রকাশিত মতামতের সাথে সিডা অপরিহার্যভাবেই যে একমত পোষণ করে তা নয়। বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বহন করবে আর্টিকেল ১৯।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৩

পটভূমি ৬

অনুচ্ছেদ ১: সাধারণ মূলনীতিসমূহ ৭

মূলনীতি ১: স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ও তথ্যের অধিকার ৭

মূলনীতি ২: পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার ৮

মূলনীতি ৩: অধিকারগুলোর আইনী সুরক্ষা ৯

মূলনীতি ৪: সমতা ও বৈষম্যহীনতা ১১

মূলনীতি ৫: স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা ১১

অনুচ্ছেদ ২: জানার এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার ১২

মূলনীতি ৬: পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া ১২

মূলনীতি ৭: তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ১৪

মূলনীতি ৮: পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা দেয়া ১৫

মূলনীতি ৯: পানি ও স্যানিটেশন খাতে উন্মুক্ততা উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাসমূহ ১৬

অনুচ্ছেদ ৩: কথা বলার এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার ১৯

মূলনীতি ১০: বাক ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ১৯

মূলনীতি ১১: যোগাযোগের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার ২১

অনুচ্ছেদ ৪: কথা শোনানোর অধিকার এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার ২২

মূলনীতি ১২: সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং দায়মুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা ২২

মূলনীতি ১৩: পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভে সক্ষম করা ২৩

মূলনীতি ১৪: জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ২৪

অনুচ্ছেদ ৫: অন্যান্য কুশীলব ২৭

মূলনীতি ১৫: অন্যান্য কুশীলবদের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ ২৭

পরিশিষ্ট: যারা অবদান রেখেছেন ২৯

মুখবন্ধ

মানবতার কল্যাণের জন্য পানি অপরিহার্য। টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি অপরিহার্য এবং বিশ্বের সকল জীবজগতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এটি মৌলিকভাবে প্রয়োজনীয় একটি বস্তু। এটি কেবল মানবাধিকার - যেমন বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাস্থ্য, মর্যাদা, একটি সুস্থ পরিবেশ, খাদ্য ও কর্মের অধিকারের - জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং সেইসাথে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় ও বৈচিত্র্য, সমতা ও শান্তিকে সুরক্ষিত রাখার জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারকে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু আর্ন্তজাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কাজ করতে হবে। ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য ব্যবহার এবং কৃষি, শক্তি উৎপাদন ও শিল্পখাতে পানি বরাদ্দ করার মধ্যে একটি সঠিক ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য নিবিড় প্রচেষ্টা গ্রহণ করাও দরকার। সেইসাথে, স্থিতিশীলতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিতভাবে পানিসম্পদের লভ্যতার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মগুলো সেগুলো থেকে লাভবান হতে পারে।

মত প্রকাশের অধিকার - কোনো ধরনের বিধি-নিষেধ ছাড়াই সব ধরনের তথ্য ও ধারণা বিনিময়, চাওয়া ও পাওয়ার অধিকার - মানুষের একটি মৌলিক অধিকার, যা ব্যক্তির আত্মতৃপ্তি, আত্ম-উপলব্ধি ও স্বাধীনতার জন্য এবং একটি গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। এছাড়াও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার হলো ক্ষমতায়নের একটি অধিকার: এটি মানুষকে অন্যান্য মানবাধিকারগুলোর জন্য দাবি জানাতে, অপরিহার্য সেবাগুলো পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে এবং তাদের জীবনকে প্রভাববিস্তারকারী সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে সক্ষম করে। সংক্ষেপে, পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে যে কোনো প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

এই মূলনীতিগুলো মত ও তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা (মত প্রকাশের স্বাধীনতা) এবং

পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারের মধ্যকার ইতিবাচক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয়। এ অবস্থায়, নিচে উল্লিখিত স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারের সম্পর্কযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে এগুলো গড়ে উঠেছে:

- **জানার অধিকার:** তথ্য মানুষকে তাদের পানি ও স্যানিটেশন অধিকার আদায়ের জন্য ক্ষমতায়ন করে। অধিকারের এই বৈশিষ্ট্যটি সরকারগুলোকে এবং অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পক্ষগুলোকে পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়গুলো, পানি-সম্পর্কিত সম্পদসমূহ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনগণকে সক্রিয়ভাবে অবহিত করতে বাধ্য করে। এটি হলো পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সুশাসনের ভিত্তি।

- **কথা বলার অধিকার:** জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ব্যক্তির স্বাধীনতা কথা বলার অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার রয়েছে তার বা অন্যদের মতামত প্রকাশ করার এবং পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কে তাদের অধিকারের বিষয়ে আলোচনা করার। তথ্য চাওয়া, বিনিময় করা ও প্রদান করাকে এবং এই সব অধিকারের বিষয়ে কোনো রাষ্ট্রের আচরণ মূল্যায়ন করাকে প্রচারমাধ্যম ও ডিজিটাল প্রযুক্তিগুলো সম্ভবপর করে তোলে।

- **শোনার অধিকার:** ব্যক্তি, মানবাধিকার কর্মী, সক্রিয়কর্মী, সুশীল সমাজের স্বতন্ত্র সংগঠনসমূহ, কমিউনিটি ও গ্রুপগুলো অবশ্যই পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে এবং প্রতিশোধের বা বৈষম্যের শিকার হওয়ার ভয় ছাড়াই স্বাধীনভাবে তাদের উদ্বেগ প্রকাশে সক্ষম হতে হবে। অধিকারের এই বৈশিষ্ট্যটি আবার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে ইঙ্গিত করে যাতে সমাজের সকল ব্যক্তির মত প্রকাশের অধিকারকে নিশ্চিত করা যায় বিশেষ করে নারী, অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর, এবং সেই সব ব্যক্তিদের, যাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত ও সুরক্ষিত যে কোনো কারণে বৈষম্য তৈরী করা হচ্ছে।

এই সব অধিকারগুলো সুরক্ষিত রাখা ও উন্নয়নের জন্য এই মূলনীতিগুলো রাষ্ট্র ও বেসরকারি সংস্থাসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালনকারীদের ন্যূনতম বাধ্যবাধকতাগুলো নির্ধারণ করে। এগুলো তথ্যের অবাধ প্রবাহ, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সুশাসন এবং

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত নাগরিক সম্পৃক্ততাকে উন্নয়ন করতে চায় । এই অবস্থায়, এগুলো পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বিস্তৃতভাবে প্রযোজ্য, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং শিল্পের উদ্দেশ্যে পানি ব্যবহার ।

এই মূলনীতিগুলোকে অনুমোদন করার জন্য এবং তাদের কাজের মাধ্যমে এগুলোর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বজুড়ে মত প্রকাশের অধিকার এবং/অথবা পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আমরা[১] ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানাই ।

এই সব মূলনীতিগুলোকে সর্বস্তরে কার্যকর করার জন্য আমরা আইনসভার সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী, আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ, জনগণের স্বার্থ আদায়ের জন্য কর্মরত বেসরকারি সংস্থা, এবং বেসরকারি ব্যবসা খাত, এবং সেইসাথে উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন, প্রচারমাধ্যমের সাথে জড়িত সংগঠনসমূহ ও সুশীল সমাজের প্রতিও আহ্বান জানাই ।

[১] এখানে 'আমরা' বলতে সকল ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোকে বোঝানো হয়েছে যারা এই মূলনীতিগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে ।

পটভূমি

এই সব মূলনীতিগুলো আর্টিকেল ১৯-এর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সিরিজের অংশ, যা বিভিন্ন জায়গায় মত প্রকাশের স্বাধীনতার নিহিতার্থকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য একটি চলমান প্রচেষ্টা। এগুলোর উন্নয়ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষার জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে বৃহত্তর বৈশ্বিক ঐকমত্য গড়ে তোলার ইচ্ছা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

এই মূলনীতিগুলো আন্তর্জাতিক আইন ও মানদন্ড, বিকাশমান রাষ্ট্রীয় অনুশীলন (যেভাবে, অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে, জাতীয় আইন ও জাতীয় আদালতগুলোর বিচারে প্রতিফলিত হয়েছে), এবং রাষ্ট্রসমূহের কমিউনিটিতে স্বীকৃত আইনের সাধারণ মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। বিশেষ করে, এগুলো পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক রিও ঘোষণার (Rio-Declaration) অনুচ্ছেদ ১০-এ এবং তথ্য পাওয়া, সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ এবং পরিবেশগত বিষয়গুলোতে ন্যায়বিচার পাওয়া সম্পর্কিত চুক্তিতে (আরহাস চুক্তি) বর্ণিত মানদন্ডগুলোকে পুনর্ব্যক্ত করে। এছাড়াও এগুলো আন্তর্জাতিক ও তুলনামূলক জাতীয় অনুশীলন, যেমন জানার ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার: তথ্যের স্বাধীনতা আইনের মূলনীতি; জাতীয় নিরাপত্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য পাওয়া সম্পর্কে জোহানেসবার্গের মূলনীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও তথ্যের অধিকার সম্পর্কে শোওয়ান মূলনীতি-তে বর্ণিত মানদণ্ডগুলোকে পুনর্ব্যক্ত করে।

এই মূলনীতিগুলো অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও আলোচনার একটি প্রক্রিয়ার ফল, যার তদারক করেছে আর্টিকেল ১৯, এবং সারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের অংশীদার সংগঠনগুলোর ও আর্টিকেল ১৯-এর আঞ্চলিক অফিসগুলোর ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও কাজের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। ২০১৪ সালের ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারিতে লন্ডনে মত প্রকাশের এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার সম্পর্কে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞদের একটি সভা এই মূলনীতিগুলো তৈরির প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এছাড়াও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল খসড়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা যা লন্ডন বৈঠকের ভিত্তি রচনা করেছিল।

অনুচ্ছেদ ১: সাধারণ মূলনীতিসমূহ

মূলনীতি ১: স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও তথ্যের অধিকার

১.১. সকলেরই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কোনো ধরনের বিধি-নিষেধ ছাড়াই সব ধরনের তথ্য ও ধারণা মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে, শিল্পকলা হিসেবে, মুদ্রিত আকারে, সম্প্রচার বা ডিজিটাল মাধ্যমে অথবা ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী অন্য যে কোনো মাধ্যমে অন্বেষণ, গ্রহণ ও বিনিময়ের স্বাধীনতা।

১.২. স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ও তথ্যের অধিকার শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক আইনে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ও তথ্যের অধিকারের উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যাবে না, যদি না রাষ্ট্র দেখাতে পারে যে এই নিয়ন্ত্রণ:

a) আইন অনুযায়ী করা হয়েছে: এই আইন অবশ্যই উন্মুক্ত ও প্রাঞ্জল হতে হবে, এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা সহ ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে কোনো নির্দিষ্ট কাজ অবৈধ হবে কিনা।

b) কোনো বৈধ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে, যেমন অন্যদের সম্মান ও সুনামের অধিকার, জাতীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা, অথবা জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতা সুরক্ষিত রাখা।

c) এই সব স্বার্থসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য অপরিহার্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১.৩. রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারে বাধা সৃষ্টি করা থেকে শুধুমাত্র বিরতই থাকবে না বরং সেইসাথে ব্যক্তিরা যাতে তাদের নিজেদের মধ্যে এই অধিকার কার্যকরভাবে অনুশীলন করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। এর অর্থ হলো রাষ্ট্রসমূহ বেসরকারি পক্ষগুলোর প্রভাব থেকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারকে

সুরক্ষিত রাখতেই কেবল বাধ্য নয় বরং সেইসাথে উন্মুক্ত বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে এবং সমাজে তথ্য ও ধারণার অবাধ প্রবাহের জন্য পরিবেশ তৈরি করতেও বাধ্য ।

মূলনীতি ২: পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার

২.১. পানি ও স্যানিটেশনের জন্য মানবাধিকার সবাইকে যে অধিকার প্রদান করে তা হলো:

a) ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে, নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য, ভৌতভাবে লভ্য ও সামর্থ্যের মধ্যে পানি পাওয়া ।
b) জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভৌতভাবে লভ্য ও সামর্থ্যের মধ্যে স্যানিটেশন সুবিধা পাওয়া যা নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত, সুরক্ষিত ও গ্রহণযোগ্য এবং যা স্বাতন্ত্র্য প্রদান ও মর্যাদা নিশ্চিত করে ।

২.২. কোনো বৈষম্য ছাড়া পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারের প্রতি সম্মান জানানো, এই অধিকারকে সুরক্ষিত রাখা ও তা পূরণ করার জন্য রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা নিচে উল্লিখিত শর্তগুলো পূরণ করে:

a) উল্লেখযোগ্য কারণ ছাড়া পানি ও স্যানিটেশনের জন্য কোনো ব্যক্তির অধিকারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করা থেকে রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে ।
b) উল্লেখযোগ্য কারণ ছাড়া কোনো বেসরকারি পক্ষ যাতে পানি ও স্যানিটেশনের জন্য কোনো ব্যক্তির অধিকারকে প্রভাবিত না করে তা অবশ্যই রাষ্ট্রগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে । তারা পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য একটি নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক যাতে এমন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা জনগণের সত্যিকারের অংশগ্রহণ, স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ ও বিধি-বিধান মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করবে ।
c) স্যানিটেশনের অধিকার ক্রমবর্ধমান হারে পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জনের জন্য রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই তাদের লভ্য সম্পদের সর্বোচ্চ হারে এবং

যথাযথ উপায়ে ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সরকারি পরিষেবার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তারা এমন ব্যবস্থাগুলো নিতে বাধ্য থাকবে যেগুলো এই সব অধিকারগুলো পূরণের জন্য যতটা সম্ভব দ্রুত ও কার্যকরভাবে সুনির্দিষ্ট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও লক্ষ্যাভিমুখী। এই ধরনের পদক্ষেপগুলো রাষ্ট্রগুলো স্বতন্ত্রভাবে এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা ও সহযোগিতার মাধ্যমে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

মূলনীতি ৩: অধিকারগুলোর আইনী সুরক্ষা

৩.১. রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই একটি পক্ষ হতে হবে এবং অঙ্গীভূতকরণ বা অন্য কোনোভাবে, সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার চুক্তিকে তাদের অভ্যন্তরীণ আইনে কার্যকর করতে হবে যা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

৩.২. রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই তাদের অভ্যন্তরীণ আইনে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি নিচে উল্লিখিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে:

a) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, অভ্যন্তরীণ সাংবিধানিক বিধিতে বা তার সমপর্যায়ে সন্নিবেশিত করে।

b) এগুলো সুরক্ষার জন্য পরিষ্কার আইনী ও নীতিমালার কাঠামো তৈরি করে, যা আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও সর্বোত্তম অনুশীলনের সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

c) আন্তর্জাতিক আইনে বর্ণিত নীতিমালা দ্বারা নির্দেশিতভাবে তথ্য পাওয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত আইন তৈরি করে, বিশেষ করে:

– পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার বিষয়টি সর্বাধিক প্রকাশের মূলনীতি দ্বারা নির্দেশিত হওয়া উচিত। সর্বাধিক প্রকাশের মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন আইনগুলো সংশোধন বা প্রত্যাহার করা উচিত;

- পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সক্রিয়ভাবে প্রকাশ করার জন্য সরকারি সংস্থাগুলো বাধ্যবাধকতার অধীনে থাকা উচিত;
- পানি ও স্যানিটেশন খাতে উন্মুক্ত তথ্যপ্রবাহের বিষয়টি সরকারি সংস্থাগুলো সক্রিয়ভাবে প্রবর্ধন করা উচিত;
- স্বাধীনভাবে তথ্য পাওয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমগুলো পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট শব্দ চয়নে বর্ণনা করা উচিত এবং সেগুলো 'ক্ষতি' ও 'জনস্বার্থের' কঠোর মানদন্ডে বিবেচনা করা উচিত। এর অর্থ হলো তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যে কোনো অস্বীকৃতি অবশ্যই সীমিত আইনসঙ্গত উদ্দেশ্যে হতে হবে; তথ্যের প্রকাশ অবশ্যই এই লক্ষ্যের উল্লেখযোগ্য ক্ষতির হুমকি তৈরি করতে হবে; এবং সেই লক্ষ্যের ক্ষতি অবশ্যই তথ্য প্রকাশ করলে যে জনস্বার্থ রক্ষা হতো তার তুলনায় বেশি হতে হবে;
- পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার অনুরোধ দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা উচিত এবং যে কোনো প্রত্যাখ্যানের জন্য স্বতন্ত্র পর্যালোচনা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা উচিত;
- খরচের কারণে কোনো ব্যক্তি ও সংগঠনকে তথ্যের জন্য অনুরোধ জানাতে নিবৃত্ত করা যাবে না;
- পানি ও স্যানিটেশন খাতে সরকারি সংস্থাগুলোর বৈঠকগুলো জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত;
- পানি ও স্যানিটেশন খাতে ভুল কাজ সম্পর্কিত তথ্য যে সব ব্যক্তি প্রকাশ করে দেয় তাদেরকে সুরক্ষা দেয়া উচিত।

৩.৩. স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রগুলোর যথেষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা উচিত। আইনের শাসন দ্বারা আবশ্যকভাবে, কোনো স্বতন্ত্র আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্যান্য স্বতন্ত্র বিচারিক সংস্থার দ্বারা আরোপিত কোনো নিয়ন্ত্রণের বৈধতা সম্পর্কে রাষ্ট্রগুলো দ্রুত, পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর নিরীক্ষা ব্যবস্থা রাখা উচিত। অধিকার লঙ্ঘন করা হলে লভ্য ও কার্যকর প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকার বিষয়টি তাদের নিশ্চিত করা উচিত: এগুলোর মধ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ ও বিচারবহির্ভূত প্রতিকারসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত, যেমন নিবেদিত নিয়ন্ত্রক ও সংস্থাসমূহ, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং/অথবা ন্যায়পালের সিদ্ধান্তসমূহ।

মূলনীতি ৪: সমতা ও বৈষম্যহীনতা

৪.১. সমতা ও বৈষম্যহীনতাকে আনুষ্ঠানিক ও স্বাধীনভাবে সুরক্ষা ও উন্নীত করার জন্য রাষ্ট্রগুলোর একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এই অবকাঠামো একটি বোর্ডে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত, এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারের ক্ষেত্রে পথ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। পানি ও স্যানিটেশন খাতের যে কোনো ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্তে অসহায়, প্রান্তিক ও বৈষম্যের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের চাহিদা পর্যাপ্তভাবে বিবেচনা করা উচিত এবং সেইসাথে বাদ পড়া ও অসামঞ্জস্যের মূল কারণ দূর করা উচিত।

৪.২. নারী ও মেয়েদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করার জন্য পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সকল সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রসমূহের একটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা উচিত এবং সেই চাহিদাগুলো পূরণ হয়েছে তা নিশ্চিত করা উচিত।

মূলনীতি ৫: স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা

পানি ও স্যানিটেশন খাতে সকল আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, জাতীয় ও স্থানীয় সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়া অবশ্যই স্বচ্ছ ও সাক্ষ্য-ভিত্তিক হওয়া উচিত। এটি অবশ্যই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ও তথ্যের অধিকার এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারের প্রতি সম্মানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত বহু-পাক্ষিক, দ্বি-পাক্ষিক ও অন্যান্য চুক্তি ও সমঝোতাগুলো তাদের আন্তর্জাতিক ও মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতার সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি সরকারের আন্তঃ সংস্থাসমূহ ও রাষ্ট্রগুলোর নিশ্চিত করা উচিত।

অনুচ্ছেদ ২: জানার এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার

মূলনীতি ৬: পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া

৬.১. পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ও যথাযথ তথ্য পাওয়ার সুযোগ জনগণের আছে তা রাষ্ট্রসমূহকে অবশ্যই সক্রিয়ভাবে প্রকাশ করার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত, বিশেষ করে:

a) ব্যক্তি ও কমিউনিটির দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য অপরিহার্য পানির সরবরাহ, পরিষেবা ও সুবিধাগুলোর মান, পরিমাণ, খরচ ও প্রবাহ সম্পর্কে তথ্য, যার মধ্যে রয়েছে:
   - সুপেয় পানির মান, পানির নিরাপত্তা ও লভ্যতা সম্পর্কিত তথ্য;
   - লভ্য পানির সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য এবং পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত পরিষেবাসমূহ ও সুবিধাসমূহ, সেগুলো সরবরাহের হার, প্রদানের পদ্ধতি ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য;
   - জরুরি পানি সরবরাহ ও পরিষেবাগুলো সম্পর্কে তথ্য;
   - পানি ও স্যানিটেশনের মূল্য, মূল্য কাঠামো এবং এই সব মূল্য ও কাঠামোর পরিবর্তনসমূহ।

b) পানি ও স্যানিটেশন খাতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
   - ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির মান ও পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য;
   - পানি ও স্যানিটেশন খাতের বাজেট, রাজস্ব ও খরচ সম্পর্কিত তথ্য;
   - পানি ও স্যানিটেশন খাতের কৌশলগত ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো সম্পর্কিত তথ্য;
   - পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি ও ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য, যার মধ্যে রয়েছে সেই সব তথ্য যেগুলো প্রান্তিক ও অসহায় গোষ্ঠীগুলোর উদ্দেশ্যে তৈরি;
   - পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কৌশল, পরিকল্পনাপত্র, চুক্তি ও পরিকাঠামো

সমূহের ব্যবস্থাপনা, যার মধ্যে রয়েছে নদীর অববাহিকা সম্পর্কিত পরিকল্পনা, পানি বন্টন ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়া;

– পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কৌশল, পরিকল্পনাপত্র, চুক্তি ও পরিকাঠামো সমূহের ব্যবস্থাপনা, যার মধ্যে রয়েছে নদীর অববাহিকা সম্পর্কিত পরিকল্পনা, পানি বন্টন ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়া;

– পানি ও স্যানিটেশনের চাহিদা মেটানোর জন্য দুর্যোগকালীন ও আপদকালীন ঝুঁকি কমানো এবং প্রতিক্রিয়ার কৌশল ও ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য;

– সম্পদের সুরক্ষার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য;

– পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত চুক্তির শর্তাবলি, বরাদ্দের কারণসমূহ, বাজেট, খরচ ও বিজ্ঞাপনের চুক্তিসমূহ সম্পর্কিত তথ্য ।

c) পানি ও স্যানিটেশন খাতের সকল বিদ্যমান ডেটাবেস, রেকর্ডসমূহ ও তথ্য সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য ।

d) বেসরকারিকরণ, ছাড়, কর্পোরেটকৃতকরণ, জাতীয়করণ, অংশীদারিত্ব এবং পানি ও স্যানিটেশনের অপরিহার্য পরিষেবা সম্পর্কিত তথ্য ।

e) পানি ও স্যানিটেশনকে প্রভাবিতকারী উন্নয়নমূলক ও শিল্প প্রকল্পসমূহ সম্পর্কিত তথ্য যেমন:

– সকল চুক্তি, ছাড়, সমঝোতা স্মারক ও সংশ্লিষ্ট সমঝোতাসমূহ;

– দরপত্র ও চুক্তির আলোচনা;

– প্রকল্পের সম্পূর্ণ চক্রসমূহের জন্য অগ্রগতির প্রতিবেদন, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: পরিকল্পনা, ক্রয়, লাইসেন্স সংগ্রহ, লাইসেন্সের শর্তাবলি মেনে চলা, বাস্তবায়নের শর্তসমূহ, পর্যবেক্ষণ ও অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ ।

f) সব ধরনের কৌশলগত ও প্রভাবগত মূল্যায়ন, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিবেশগত প্রভাব পর্যালোচনা ও কৌশলগত পরিবেশগত মূল্যায়ন, সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন এবং মানবাধিকারের উপর প্রভাব মূল্যায়ন যা পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে ।

g) অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে চুক্তি বা ব্যবস্থা যা যৌথ পানি সম্পদের সরবরাহ থেকে অন্য রাষ্ট্রের অপরিহার্য পানি পাওয়াকে প্রভাবিত করতে পারে এবং রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পানি ভাগাভাগি করার পরিকল্পনাসমূহ ।

৬.২. মানব স্বাস্থ্য বা পরিবেশের প্রতি যে কোনো আসন্ন হুমকির ক্ষেত্রে, মানব কর্মকান্ড বা প্রাকৃতিক যে কোনো কারণেই হুমকি সৃষ্টি হোক না কেন, সেই হুমকি থেকে উদ্ভূত ক্ষতি প্রতিরোধ বা উপশম করার জন্য ব্যবস্থা নিতে জনগণকে সক্ষম করতে পারে এমন সব তথ্য যতটা সম্ভব বিস্তৃতভাবে প্রচার করার বিষয়টি রাষ্ট্রগুলোর নিশ্চিত করা উচিত। এই ধরনের তথ্যগুলো অবশ্যই কার্যকরভাবে ও অবিলম্বে সেই সব কমিউনিটি ও ব্যক্তিদের কাছে প্রচার করা উচিত যারা প্রভাবিত হতে পারে।

মূলনীতি ৭: তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ

৭.১. সরকারি সংস্থা ও অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিশ্চিত করা উচিত যাতে পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং সমন্বিত তথ্য ও উপাত্ত একটি সুবিন্যস্ত ও পদ্ধতিগত উপায়ে নিয়মিতভাবে সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

৭.২. পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত গুলো উন্মুক্তভাবে এবং যন্ত্রের মাধ্যমে পাঠযোগ্য রূপে সরবরাহ করা উচিত, এবং এক্ষেত্রে সাধারণভাবে লভ্য, উন্মুক্ত সোর্স বা বিনামূল্যের সফটওয়্যার ব্যবহার করা উচিত। সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য দায়িত্বপালনকারীদের নিশ্চিত করা উচিত যাতে কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়া তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন, প্রকাশ ও পুনর্ব্যবহার করা যায়।

৭.৩. পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্তগুলো প্রান্তিক, অসহায় বা বৈষম্যের শিকার হওয়া গোষ্ঠীগুলোর সুনির্দিষ্ট চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন অংশে শ্রেণী বিভক্ত করা উচিত। এছাড়াও দরিদ্র এলাকা, শহুরে ও গ্রামীণ অসমতা এবং উচ্চ ও নিম্ন আয়ের বিভাজন অনুযায়ী এটিকে শ্রেণী বিভক্ত করা উচিত।

৭.৪. সরকারি কর্তৃপক্ষ এমন সূচক ও নির্দেশকসমূহ তৈরি করা উচিত যেগুলো পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জনের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের

অগ্রগতিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তা করার ক্ষেত্রে, মানব উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সূচকগুলো তৈরি করার সময় রাষ্ট্রগুলো সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে নির্দেশনা নেয়া উচিত, যেমন জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO); এবং সেইসাথে বিশেষজ্ঞ ও সুশীল সমাজের তৈরি করা সূচক ও নির্দেশকসমূহের প্রস্তাবনাসমূহ সংগ্রহ করা উচিত।

৭.৫. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিশ্চিত করা উচিত যাতে পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারকে প্রভাব বিস্তারকারী সকল শিল্প ও খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত, সামাজিক ও মানবাধিকারের কৌশলগত ও প্রভাব সম্পর্কিত মূল্যায়নগুলো স্বাধীন ও কারিগরিভাবে যোগ্য সংস্থা দ্বারা পরিচালনা করা হয় এবং এমনভাবে তৈরি করা হয় যা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও কমিউনিটিগুলোর কাছে অনুধাবনযোগ্য হয়। এছাড়াও তারা এই ধরনের মূল্যায়নগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পর্যাপ্ত রক্ষাকবচ ও ব্যবস্থাগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা উচিত।

মূলনীতি ৮: পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা দেয়া

৮.১. রাষ্ট্রগুলোর নিশ্চিত করা উচিত যাতে তথ্য পাওয়ার সব প্রক্রিয়াগুলো পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এই প্রক্রিয়াগুলোর নিশ্চিত করা উচিত যাতে পানি ও স্যানিটেশন তথ্যের জন্য অনুরোধগুলো দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়, যাতে যে কোনো প্রত্যাখ্যানের জন্য একটি স্বাধীন পর্যালোচনা ও অভিযোগ ব্যবস্থা থাকে এবং প্রয়োজন হলে আবেদনকারীদেরকে সহায়তা দেয়া হয়।

৮.২. জনগণের জন্য লভ্য বহি, নথি বা তালিকায় সংরক্ষিত পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত তথ্যগুলো বিনামূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। বিকল্প হিসেবে, সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার খরচ নির্ধারণমূলক হওয়া উচিত নয় এবং একটি কপি তৈরি বা সরবরাহ করার খরচের চেয়ে বেশি হওয়া কখনোই উচিত নয়। জনস্বার্থের ক্ষেত্রগুলোতে এবং গরীব আবেদনকারীদের জন্য খরচ মওকুফ করা উচিত যারা অন্যথায় সেই খরচ বহন করতে অক্ষম।

মূলনীতি ৯: পানি ও স্যানিটেশন খাতে উন্মুক্ততা উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাসমূহ

৯.১. সরকারি সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা উচিত যা পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য বিনিময়কে সহজ করে এবং পানি ও স্যানিটেশন খাতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে। তাদের এমন কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকা উচিত যা এই সব অধিকারগুলো আদায়কে ব্যাহত করতে পারে, যেমন:

a) পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা।

b) তথ্য আটকে রাখা বা ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা, যার মধ্যে রয়েছে বেসরকারি সংস্থা ও শিল্পগুলোর বাণিজ্য-সম্পর্কিত কর্মকান্ড যা পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারকে প্রভাবিত করে।

৯.২. রাষ্ট্রগুলোর এমন পদক্ষেপ নেয়া উচিত যা নিশ্চিত করবে যে:

a) জাতীয় নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন ও রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা সম্পর্কিত আইন এবং অন্যান্য বিধিমালাসমূহ, এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহকে সীমিতকারী অন্যান্য আইন ও বাণিজ্য চুক্তিগুলো স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন এবং/অথবা প্রত্যাহার নিশ্চিত করার জন্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট এই ধরনের আইনগুলোর যে কোনো ব্যবহার অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

b) মানবাধিকারের পরিকাঠামোতে প্রদত্ত স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তাকে বাণিজ্যিক গোপনীয়তাগুলো ঝুঁকিগ্রস্ত করছে না। সরকারি সংস্থা ও অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা শুধুমাত্র জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ, ব্যবসায়িক গোপনীয়তা বা বৈধ বাণিজ্যিক স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে, যদি তথ্য প্রকাশ করলে তা বৈধ স্বার্থকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার সম্ভাবনা থাকে এবং যদি প্রকাশের মাধ্যমে সংঘটিত সেই ক্ষতি জনস্বার্থের সুফলের

চেয়ে বেশি হয়।

৯.৩. সরকারি সংস্থা ও অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্তদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে যেগুলো করতে বাধ্য করা উচিত সেগুলো হলো:

a) পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কে তাদের রেকর্ড সংরক্ষণ পর্যাপ্ত আছে এবং রেকর্ডগুলো এমনভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে যা তথ্যের অধিকার প্রদানে সহায়তা করে থাকে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ বরাদ্দ করা ও মনোনিবেশ করা। সেইসাথে, রেকর্ডগুলোকে কোনোভাবে জাল করা বা অন্য কোনো ভাবে পরিবর্তন করা প্রতিরোধ করার জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা শুধুমাত্র তথ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে না বরং সেইসাথে রেকর্ডগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

b) বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাটে এবং বহুবিধ যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য বিতরণ করা, যার মধ্যে রয়েছে গণমাধ্যম, ডিজিটাল মিডিয়া, কমিউনিটি-ভিত্তিক মিডিয়া এবং যোগাযোগের গতানুগতিক ব্যবস্থা, এবং এগুলো সাধারণ ও বোধগম্য ভাষায়, সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল রূপে পাওয়ার এবং এগুলো স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা এবং/অথবা স্থানীয় পটভূমিতে সংযোজন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

c) জনগণকে পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব কর্মীদেরকে উন্মুক্ততা ও তাদের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সমন্বিত প্রশিক্ষণ দেয়া।

৯.৪. সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্মীরা সহ অপরাধ-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশকারী ব্যক্তিদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য রাষ্ট্রগুলো সমন্বিত আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত। পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশকারীরা যাতে এই সুরক্ষা থেকে সুফল পায় তা তাদের নিশ্চিত করা উচিত।

৯.৫. সেই সব ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রের শাস্তির ব্যবস্থা রাখা উচিত যারা তথ্যের স্বাধীনতা সম্পর্কিত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে তাদের বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণ করতে ব্যর্থ হয় অথবা যারা পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কোনো ভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, যার মধ্যে রয়েছে

রেকর্ড ও তথ্যভান্ডারগুলো নষ্ট করা অথবা তথ্যকে বিকৃত করা বা ভুলভাবে উপস্থাপন করা ।

৯.৬. রাষ্ট্রগুলোর নিশ্চিত করা উচিত যাতে তথ্যের স্বাধীনতার শর্তগুলো বেসরকারি সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, বিশেষ করে বেসরকারি ব্যবসা ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে যারা পানি ও স্যানিটেশন খাতে কাজ করে থাকে, এবং আরো নিশ্চিত করা উচিত যাতে এই সব সংস্থাগুলো তথ্যের প্রতি ব্যক্তির প্রবেশাধিকারকে নিয়ন্ত্রিত বা সীমিত না করে যা তাদের পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের জন্য অপরিহার্য ।

৯.৭. গণ প্রচারণার মাধ্যমে এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রচারণা ও সমর্থনের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যের অবাধ প্রবাহকে আরো বৃদ্ধি করা উচিত ।

অনুচ্ছেদ ৩: কথা বলার অধিকার এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার

মূলনীতি ১০: বাক ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

১০.১. পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের মত প্রকাশের অধিকার প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিদের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে গতানুগতিক প্রচারমাধ্যম, ডিজিটাল মিডিয়া, কমিউনিটি মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ।

১০.২. রাষ্ট্রগুলো প্রচারমাধ্যমের জন্য আইনী, নিয়ন্ত্রণমূলক ও গণ নীতিমালা কাঠামো তৈরি করা উচিত, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি, যা তাদের স্বাধীনতা, বৈচিত্র্য ও বহুমুখীতাকে প্রবর্ধন করে, এবং এর মাধ্যমে পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে স্বাধীনভাবে তদন্ত ও প্রতিবেদন প্রকাশকে সক্ষম করে। এই ধরনের অবকাঠামোগুলো, বিশেষভাবে নিশ্চিত করা উচিত যাতে:

a) প্রচারমাধ্যমের উপর যে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র সেই সব সংস্থাগুলো আরোপ করবে যেগুলো সরকার এবং বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ থেকে স্বাধীন, যেগুলো জনগণের কাছে দায়বদ্ধ এবং যেগুলো স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়।

b) সম্পাদকীয় স্বাধীনতার মূলনীতি আইনের দ্বারা সুনিশ্চিত করা হয় এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর প্রতি সম্মান জানানো হয়।

c) বিস্তৃত ধরনের স্বাধীন প্রচারমাধ্যম ও মালিকানা বিদ্যমান থাকে, যা সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ প্রচারমাধ্যমের মধ্যে বহুমুখীতা ও কণ্ঠের বৈচিত্র্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষাকে অনুমোদন করে।

d) কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়া পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়বস্তু তৈরি ও বিতরণের জন্য বিভিন্ন কমিউনিটিগুলো স্বাধীনভাবে প্রচারমাধ্যম ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা পেতে ও ব্যবহার করতে পারে।

e) পানি ও স্যানিটেশনের আধিকার সম্পর্কে তথ্য প্রদানের, এবং এ বিষয়ে বিতর্কের অনুমতি দানের, উন্নয়নের ও অবহিতকরণের জন্য সরকারি পরিষেবাসমূহ ও রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমের একটি বিশেষ বাধ্যবাধকতা আছে এবং সেটি করার ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির, বিষয়ের ও অংশীদারদেরকে কথা বলার সুযোগ দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত।

f) কমিউনিটি রেডিও সহ কমিউনিটির প্রচারমাধ্যমগুলো পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার সম্পর্কে বিষয়বস্তু তৈরি করতে ও সেগুলো প্রচার করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কিত তথ্যের প্রচারণা চালাতে ও তথ্য বিনিময় করতে পারে।

g) অসহায়, অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রচারমাধ্যমে সমান সুযোগ পায়, যার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণের সুযোগ, এবং তাদের পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের জন্য সেগুলো ব্যবহার করতে পারে।

h) সংখ্যালঘুদের বা স্থানীয় ভাষাগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো বিধি-নিষেধ যদি পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের বিষয়গুলো সহ কমিউনিটিগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি বা স্বার্থের বিষয়গুলো প্রকাশে প্রচারমাধ্যমকে নিরুৎসাহিত বা নিবৃত্ত করে, তাহলে সেগুলো প্রত্যাহার করা উচিত।

১০.৩. পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও আলোচনার অবাধ প্রবাহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত সকল বিধি-নিষেধ অপসারণ করা উচিত, যেমন সেন্সরশিপ, নিষেধাজ্ঞা, ব্লক করা, এবং প্রচারমাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি প্রকাশের পথে অন্য কোনো ভাবে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করা।

১০.৪. রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক আর্থিক বা অন্য কোনো ভাবে প্রচারমাধ্যমে পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত তথ্যের বিষয়বস্তু ও প্রচারণার মাধ্যমকে প্রভাবিত করা থেকে বিরত থাকা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা দেয়া। পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত একক তথ্য সরবরাহকারীকে সরাসরি ভাড়া করা যাবে শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতে এবং অত্যন্ত জরুরী হলে এবং এই সব অবস্থার অপব্যবহার এড়ানোর জন্য প্রযোজ্য বিধিতে এই সব পরিস্থিতির সংজ্ঞা অবশ্যই নির্ধারণ করে রাখতে হবে।

মূলনীতি ১১: যোগাযোগের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার

১১.১. যোগাযোগের মাধ্যমে সর্বজনীনভাবে ও সামর্থের মধ্যে থাকা খরচে প্রবেশাধিকার এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি ও মোবাইল টেলিফোন ব্যবস্থাসহ মিডিয়া সার্ভিসের সেবা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রসমূহের অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রবর্ধন করা উচিত, যাতে সেগুলোর লভ্য তথ্যসম্পদের পরিমাণ সর্বোচ্চ পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায় ।

১১.২. পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের জন্য রাষ্ট্রসমূহের ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারকে সমর্থন করা উচিত, বিশেষ করে নিম্নলিখিতভাবে:

a) যোগাযোগের মাধ্যমে সর্বজনীনভাবে ও সামর্থের মধ্যে থাকা খরচে প্রবেশাধিকার এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি ও মোবাইল টেলিফোন ব্যবস্থাসহ মিডিয়া সার্ভিসের সেবা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রসমূহের অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রবর্ধন করা উচিত, যাতে সেগুলোর লভ্য তথ্যসম্পদের পরিমাণ সর্বোচ্চ পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায় ।

b) পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে প্রতিবেদন করার জন্য, সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া, আবেদনপত্র, ফরম, অভিযোগ জমা দেয়ার জন্য ও দুঃখ-দুর্দশার কারণে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার জন্য, পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শের আয়োজন করার জন্য এবং হেল্পলাইনের ব্যবস্থা করার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা ।

c) ডিজিটাল সাক্ষরতার দক্ষতা প্রবর্ধন করা যাতে পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি বুঝতে পারে ।

অনুচ্ছেদ ৪: কথা শোনানোর অধিকার এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার

মূলনীতি ১২: সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং দায়মুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা

১২.১. সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, সক্রিয় কর্মী, ও অন্যান্য যারা পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার সম্পর্কে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার চর্চা করে - অনলাইন ও অফলাইন উভয়ভাবে, তারা যাতে শারীরিক সহিংসতা, ভীতিপ্রদর্শন, হয়রানি বা স্বেচ্ছাচারীভাবে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হওয়ার, ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে নির্বিচারে অপব্যবহারের শিকার হওয়ার বা এই ধরনের কর্মকান্ডের হুমকির ভয় ছাড়াই নিরাপদে কাজ করতে পারে তা রাষ্ট্রসমূহের নিশ্চিত করা উচিত। বিশেষ করে, তাদের যা করা উচিত:

a) সেই সব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোর জন্য সুরক্ষার সমন্বিত ব্যবস্থা চালু করা যারা তাদের কথার জন্য লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যখনই এই ধরনের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলো এটিকে একটি বারংবার ঘটনশীল সমস্যা হিসেবে উদ্বেগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করবে তখনই এটা করা উচিত।

b) সব ধরনের হামলা ও ভীতিপ্রদর্শন যাতে স্বতন্ত্র, দ্রুত ও কার্যকর তদন্ত ও বিচারের অধীনে থাকে সেই বিষয়টি এবং দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা।

c) ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা যাতে যথাযথ প্রতিকারের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করা।

১২.২. স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার চর্চা করার জন্য প্রতিশোধ হিসেবে কোনো হামলা হলে রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের দ্ব্যর্থহীনভাবে তার নিন্দা জানানো উচিত এবং যারা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে বা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের ঘটনার শিকারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে এমন বিবৃতি প্রকাশ করা থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত।

১২.৩. প্রচারমাধ্যম ও সুশীল সমাজের জন্য রাষ্ট্রসমূহের সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা উচিত এবং একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা উচিত। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত:

a) জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা (যেমন মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ প্রক্রিয়াসমূহ), জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন (ইউনেস্কো), জাতিসংঘ শরণার্থী কমিশনারের দপ্তর (ইউএনএইচসিআর), রেডক্রস এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো সহ সুরক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা প্রদানের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কুশীলবদের দেয়া মানদন্ড ও নির্দেশনাগুলো সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। এইসব মানদন্ডসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং দায়মুক্তির বিষয়ে জাতিসংঘের কর্মপরিকল্পনা।

b) অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা ও পরামর্শ করা, বিশেষ করে সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহ, প্রচারমাধ্যম এবং জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে।

মূলনীতি ১৩: পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভে সক্ষম করা

১৩.১. ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলো তাদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা ও প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার সম্পর্কে, একক ও যৌথভাবে, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মাধ্যমে তাদের মতামত, উদ্বেগ ও দাবি তুলে ধরার জন্য রাষ্ট্রগুলো একটি নিরাপদ ও সক্ষমকারী পরিবেশ নিশ্চিত করা উচিত।

১৩.২. পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোকে বিক্ষোভ করা থেকে বিরত রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষগুলো, বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তারা, তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ চলাকালে তারা শক্তি ব্যবহারের বিষয়টি অবশ্যই এড়িয়ে চলা উচিত, এবং নিশ্চিত করা উচিত যাতে, যে সব

ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করা একান্তই অপরিহার্য ও যুক্তিসংগত, সেখানে যাতে কেউ মাত্রাতিরিক্ত বা নির্বিচার বলপ্রয়োগের শিকার না হয় ।

মূলনীতি ১৪: জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

১৪.১. পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ অবশ্যই গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের চাহিদাগুলোর অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব করতে হবে । জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলোর সক্রিয়, উন্মুক্ত ও অর্থবহ অংশগ্রহণে রাষ্ট্রসমূহের সহায়তা করা উচিত - নিম্নলিখিতভাবে;

a) নিশ্চিত করা যাতে পরামর্শ প্রক্রিয়াগুলো কেবল ভাসা-ভাসা বা সার্বিকভাবে তথ্য ভাগাভাগির মধ্যে সীমিত না থাকে, বরং আন্তরিকতার সাথে পরিচালনা করা হয় এবং সিদ্ধান্তগুলোকে স্বাধীন ও সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করার জন্য প্রকৃত ও অর্থবহ সুযোগ প্রদান করা হয় । এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত এই বিষয়টি নিশ্চিত করা যাতে:

- সিদ্ধান্ত-গ্রহণের শুরুতে এবং পুরো প্রক্রিয়াজুড়ে একটি যথাযথ সময়ে বহুবিধ মাধ্যমে এবং সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য কার্যকরভাবে প্রদান করা হয়;
- ক্ষতিগ্রস্তদের এলাকায় এবং সহজে যাতায়াত করা যায় এমন জায়গায় বৈঠকের আয়োজন করা হয়;
- স্থানীয় ভাষাগুলোর জন্য দ্বিমুখী অনুবাদ প্রদান করা হয় এবং পারিভাষিক শব্দাবলি ও উচ্চমাত্রার কারিগরি শব্দগুলো পরিহার করা হয়;
- প্রক্রিয়া বা প্রকল্পের শুরুতে অংশগ্রহণ আরম্ভ হয় এবং জনগণের অংশগ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে পর্যাপ্ত ও যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ সময় বরাদ্দ দেয়া হয়;
- ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলো লিখিতভাবে যে কোনো পর্যবেক্ষণ, তথ্য, পরামর্শ, প্রস্তাব, প্রতি-প্রস্তাব, বিশেষণ বা মতামত জমা দিতে পারে যা তারা সংশ্লিষ্ট বলে মনে করে;
- সেই সব হস্তক্ষেপসমূহের জন্য যথাযথভাবে তহবিল ব্যয় করা হয়

যেগুলো প্রয়োজনীয় এবং সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য ব্যক্তি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও সুশীল সমাজের সক্ষমতাকে জোরদার করে;

- যখন একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখন জনগণের অংশগ্রহণের ফলাফলকে বিবেচনা করা হয় এবং জনগণকে দ্রুত সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানানো হয়। এছাড়াও কেন কোনো বিশেষ বিকল্পকে অন্য বিকল্পগুলোর পরিবর্তে বেছে নেয়া হয়েছে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলোতে ব্যাখ্যা থাকা উচিত;
- যদি ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়গুলো মনে করে যে তাদের মতামতকে যথাযথ ভাবে বিবেচনা করা হয়নি তাহলে তাদের জন্য আপিলের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

b) মধ্যস্থতা ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা, যার লক্ষ্য হলো পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐক্যমতে পৌঁছানো।

c) স্থানীয় পর্যায়ে পানি সম্পর্কিত কাউন্সিল, জলবিভাজিকা বোর্ড ও কমিটি গঠনে উৎসাহিত করা। এগুলোতে সম্ভাব্য সবচেয়ে বিস্তৃত ধরনের অংশগ্রহণকারী ও অংশীদাররা অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। সম্ভব হলে, এই ধরনের সংস্থাগুলোর সদস্যদেরকে সংশ্লিষ্ট বাজেটকে পর্যালোচনা ও প্রভাবিত করার এবং কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্তগুলো কার্যকর করার জন্য প্রভাবিত করার অধিকার দেয়া উচিত।

d) পানি ও স্যানিটেশন খাতে স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসিত নিয়ন্ত্রক সংস্থা - এবং জলবিভাজিকা বোর্ডের কমিটিগুলো বিদ্যমান থাকলে - সেগুলো যাতে সর্বজনীন ও লিঙ্গ-ভারসাম্যপূর্ণ হয় এবং অসহায় ও প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো সহ বিভিন্ন ধরনের অংশীদারদের প্রতিনিধিত্ব যুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত।

e) পরিবেশগত, সামাজিক, মানবাধিকার রক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ও কৌশলগত মূল্যায়নগুলোতে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত সবার এবং ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও অনুশীলনগুলোর ধারকদের উদ্বেগের প্রতি যথাযথ বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করা উচিত।

f) অগ্রিম অনুমোদন বা অন্যান্য অযৌক্তিক প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা ছাড়া বিদেশি বা আন্তর্জাতিক উৎস থেকে আসা সহ সব তহবিল ও সম্পদের উৎসে নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর

প্রবেশাধিকারে সহায়তা করা উচিত, এবং সেইসাথে সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর উপর থেকে অযৌক্তিক বিধি-নিষেধ অপসারণ করা উচিত, যাতে তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারে এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার পূর্ণাঙ্গভাবে আদায়ের প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে পারে।

g) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর কাছে রিপোর্ট করার প্রক্রিয়া প্রকাশ করা এবং এই সব প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়ায় জনগণকে বিভিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত করা। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর আয়োজিত পরামর্শ বৈঠকসমূহ, যার লক্ষ্য থাকবে পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি করা।

১৪.২. পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়াগুলোতে নারীদেরকে পূর্ণাঙ্গভাবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রগুলো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। তারা লিঙ্গ-সংবেদনশীল অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া প্রবর্ধন করা উচিত যা নারীদের ক্ষমতায়ন করবে এবং পুরুষদের মধ্যে লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

১৪.৩. পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রগুলো অসহায়, প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার হওয়া ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোর অংশগ্রহণকে সক্রিয়ভাবে প্রবর্ধন করা উচিত, বিশেষ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর, শরণার্থীদের এবং অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত লোকজনের। এই সব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোকে অর্থবহভাবে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও দক্ষতা প্রদান করার বিষয়টি তাদের নিশ্চিত করা উচিত।

অনুচ্ছেদ ৫: অন্যান্য কুশীলব

মূলনীতি ১৫: অন্যান্য কুশীলবদের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ

১৫.১. আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং জাতিসংঘ ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ ও তহবিলগুলো সহ আন্তঃ-সরকার সংস্থাসমূহের, উচিত:

a) স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্পর্কিত মানদন্ডসমূহ মেনে চলা এবং সেগুলোর উন্নয়নে মানবাধিকারের প্রতি বাধার সৃষ্টি না করে তা নিশ্চিত করা ।

b) তাদের সকল সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ।

c) পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার আদায়ের জন্য স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়া এবং এই সব অধিকারগুলো সুরক্ষিত রাখার জন্য রাষ্ট্রসমূহকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর অধীনে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে রাষ্ট্রের পর্যালোচনা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত সুযোগগুলো ব্যবহার করা ।

১৫.২. বেসরকারি খাতের সংস্থাগুলো কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার মানদন্ডগুলো গ্রহণ করা উচিত যা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয় । বিশেষ করে, তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার নীতিমালাগুলোর জন্য ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের নির্দেশক নীতিমালা বাস্তবায়ন করা উচিত এবং বহু-অংশীদার ভিত্তিক উদ্যোগগুলোতে যোগ দেয়া উচিত, যেমন এক্স্যাক্টিভ ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ এবং কন্সট্রাকশন সেক্টর ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ ।

১৫.৩. আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি দাতা সংস্থাগুলো স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের, প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতার এবং যোগাযোগের স্বাধীনতাকে তহবিল সংগ্রহের নীতিমালা ও কৌশলের সাথে একটি আরো বেশি পদ্ধতিগত অঙ্গীভূতকরণ সম্পর্কে বিবেচনা করা উচিত যা পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত । তহবিল প্রদানকারী কর্মসূচিগুলো যাতে সুশাসন এবং স্বাধীনভাবে

মত প্রকাশের অধিকার এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারের মধ্যে সম্পর্ককে জোরদার করার জন্য উপায় অনুসন্ধান করে সেই বিষয়টি তাদের নিশ্চিত করা উচিত, যেমন পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে প্রতিবেদন তৈরি করেন এমন সাংবাদিক ও অন্যান্য অংশীদারদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, অনুসন্ধানমূলক ও মানসম্মত সাংবাদিকতায় সহায়তা করার মাধ্যমে, অথবা পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে সহায়তা করা ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে।

১৫.৪. মিডিয়া সংস্থাগুলো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে তারা যে ভূমিকা পালন করতে পারে তা শনাক্ত করতে পারে এবং পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার সহ অন্যান্য বিষয়ে জনগণের তথ্যের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করতে পারে। পানি ও স্যানিটেশনের অধিকারের ক্ষেত্রে যে কোনো লঙ্ঘন সম্পর্কে তারা মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত এবং এগুলো তুলে ধরা উচিত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে আলোচনা করা উচিত, যা বিভিন্ন ধরনের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরবে।

১৫.৫. সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহ যারা পানি ও স্যানিটেশন পরিষেবা প্রদান করে ও এতে সহায়তা করে তারা একটি স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রূপে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং তথ্যের স্বাধীনতার সেই সব মানদন্ডগুলো অনুসরণ করা উচিত যেগুলো সরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য দায়িত্বপালনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পরিশিষ্ট: যারা অবদান রেখেছেন

আর্টিকেল ১৯ এই সব মূলনীতিগুলো তৈরি করার প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার জন্য নিচে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের নিকট কৃতজ্ঞ ।

এই সব ব্যক্তিরা ব্যক্তিগতভাবে অবদান রেখেছেন; শুধুমাত্র পরিচয় শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের সংগঠন ও অ্যাফিলিয়েশনগুলো উল্লেখ করা হয়েছে ।

Amadou Kanoute, CICODEV: প্যান-আফ্রিকান ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ, ট্রেনিং অ্যান্ড অ্যাকশন ফর কনজুমার সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, সেনেগাল
Andrea Cerami, CEMDA: মেক্সিকান সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল ল', মেক্সিকো
Ashfaq Khalfan, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, যুক্তরাজ্য
Barbora Bukovska, আর্টিকেল ১৯, যুক্তরাজ্য
David Banisar, আর্টিকেল ১৯, যুক্তরাজ্য
Henry Maina, আর্টিকেল ১৯, কেনিয়া ও পূর্ব আফ্রিকা, কেনিয়া
Hillary Onami, আর্টিকেল ১৯, কেনিয়া ও পূর্ব আফ্রিকা, কেনিয়া
Jean-Benoi ঃ Charrin, ওয়াটারলেক্স, সুইজারল্যাণ্ড
John Maruka, ওয়াটার সার্ভিসেস রেগুলেটরি বোর্ড, কেনিয়া
Luis Carlos Buob Concha, সেন্টার ফর জাস্টিস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল', কোস্টারিকা
Mohamad Mova Al Afghani, সেন্টার ফর ওয়াটার গভর্ণেন্স, ইন্দোনেশিয়া
Paula Martins, আর্টিকেল ১৯, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল
Quinn McKew, আর্টিকেল ১৯, যুক্তরাষ্ট্র
Patricia Melendez, আর্টিকেল ১৯, যুক্তরাজ্য
Rezaul Karim Chowdhury, কোস্ট ট্রাস্ট, বাংলাদেশ
Rhiannon Painter, আর্টিকেল ১৯, যুক্তরাজ্য
Ricardo Luevano, আর্টিকেল ১৯, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো
Samantha Chammings, আর্টিকেল ১৯, যুক্তরাজ্য

Scott Griffen, ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট, অস্ট্রিয়া
Sejal Parmar, ডিপার্টমেন্ট অব লিগ্যাল স্টাডিজ, সেন্টার ফর মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্টাডিজ, সেন্ট্রাল ইউরোপীয়ান ইউনিভার্সিটি, হাঙ্গেরি
Tahmina Rahman, আর্টিকেল ১৯, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া, বাংলাদেশ
Thomas Baerthlein, ইন্টারনিউজ, যুক্তরাজ্য
Thomas Hughes, আর্টিকেল ১৯, যুক্তরাজ্য
Vanessa Lucena Empinotti, এনভায়রনমেন্টাল গভর্ণেন্স রিসার্চ গ্রুপ, PROCAM/IEE/ইউনিভার্সিটি অব সাও পাওলো, ব্রাজিল
Viktoria Mohos Naray, ওয়াটারলেক্স, সুইজারল্যাণ্ড
Vivien Deloge, ওয়াটারলেক্স, সুইজারল্যাণ্ড

DEFENDING FREEDOM
OF EXPRESSION AND INFORMATION

302 Shyamoli (2nd Floor) Mirpur Road, Dhaka-1207 Bangladesh
Tel : 88-02-9129370, E-mail : tahmina@article19.org
Web : www.article19.org

© ARTICLE 19